হিসাববিজ্ঞানের মূলনীতি ও মৌলিক উপাদান

Principles & Fundamental Elements of Accounting

হিসাববিজ্ঞানের সর্বজন স্বীকৃত নীতিমালা, ধারণা ও প্রথাসমূহ (Generally Accepted Accounting Principles, Concepts and Conventions of Accounting)

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি

- হিসাববিজ্ঞানের ধারণা ও নীতিসমূহ বর্ণনা করতে পারবেন
- হিসাববিজ্ঞানের ধারণা ও নীতিসমূহের প্রভাব ব্যাখ্যা করতে পারবেন

সূচনা (Introduction)

মৌলিক কোন বিশ্বাস বা সাধারণভাবে প্রতিষ্ঠিত কোন অপরিবর্তণীয় সত্যকে নীতি বলা হয়। আবার কাজ সম্পাদনে সকলের কাছে গ্রহণযোগ্য সাধারণ নিয়ম বা ভিত্তিকে হিসাববিজ্ঞান নীতি বলে।

হিসাববিজ্ঞানকে ব্যবসার ভাষা বলা হয়। ভাষার মাধ্যমে যেমন মানুষ মনের ভাব প্রকাশ করে এবং ভাষাকে বোধগম্য ও ভাষার সৌন্দর্য বৃদ্ধি করার জন্য ব্যাকরণ মানতে হয়। তেমনি আর্থিক বিবরণীসমূহ ব্যবসার তথ্য প্রকাশ করে এবং এই তথ্য বা ভাষা সকলের কাছে একই অর্থবোধক ও নির্ভরযোগ্য করার জন্য কিছু নিয়মনীতি তথা ব্যাকরণ মানতে হয়। এগুলোকে সংক্ষেপে হিসাববিজ্ঞানের নীতিমালা বলা হয়।

হিসাববিজ্ঞানের লেখকগণ হিসাববিজ্ঞানের নীতিমালাকে ধারণা, প্রজ্ঞা, আচরণবিধি, নীতি ইত্যাদি নামে অভিহিত করেছেন। সহজে বুঝার উদ্দেশ্যে হিসাববিজ্ঞানের নীতিমালাকে ধারণা (concepts/assumptions) ও নীতি (Principles/Convention) এই দুটি ভাগে ভাগ করা হলো। এগুলো FASB (Financial Accounting Study Board) কর্তৃক স্বীকৃত ও GAAP (Generally Accepted Accounting Principles) বলে গৃহীত।

ক. হিসাববিজ্ঞান ধারণা (Accounting Concepts) ঃ হিসাববিজ্ঞান সংক্রান্ত ধারণাগুলোকে মৌলিক নীতি হিসেবে বিবেচনা করা যায়। হিসাববিজ্ঞানে হিসাব সংক্রান্ত যাবতীয় কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে সম্পাদনের সুবিধার জন্য কতগুলো শব্দ, শব্দ সংক্ষেপ, পদ ও পদ সমষ্টি ব্যবহৃত হয়। এগুলো আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত ও স্বত:সিদ্ধ বিষয়াবলী যাকে কেন্দ্র করে হিসাব সংক্রান্ত যাবতীয় কার্যাদি সম্পাদন করা হয়। ধারণাগুলো সুষ্ঠু হিসাব সংরক্ষণের ক্ষেত্রে বিশেষভাবে সহায়ক। সুতরাং ধারণা হল এমন কতকগুলো সর্বজন স্বীকৃত ও স্বতঃসিদ্ধ নিয়ম কানুন যার সাহায্যে হিসাববিজ্ঞান কার্যক্রম পরিচালিত হয়।

হিসাববিজ্ঞানের ধারণাসমূহ (Accounting Concepts) ঃ

১. **সত্তা ধারণা (Entity Concept) ঃ** এই ধারণা অনুযায়ী ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানকে এর মালিক থেকে আলাদা সত্তা বিবেচনা করা হয়। অর্থাৎ ব্যবসায় ও মালিক দুটি পৃথক সত্তার অধিকারী। ফলে মালিকদের আয়-ব্যয় প্রতিষ্ঠানের এবং প্রতিষ্ঠানের আয়-ব্যয় মালিকের আয়-ব্যয় বলে ধরা হবে না। পৃথক সত্তা বলে ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান সম্পদের অধিকারী হতে পারে আবার দায়ও গ্রহণ করতে পারে। এই ব্যবসায় মালিককে পাওনাদার বিবেচনা করা হয় এবং মালিকদের সরবরাহকৃত অর্থ মূলধন হিসেবে দেখানো হয়। মূলধনের জন্য ব্যবসায়ের সম্পত্তি ও দায় উভয়ই সৃষ্টি হয়।

কোন কোন ক্ষেত্রে ব্যবসায়ের এই পৃথক সত্তা আইন দ্বারা স্বীকত। যেমন যৌথ মূলধনী ব্যবসায় কোম্পানী আইন দ্বারা গঠিত। এক মালিকানা ও অংশিদারী ব্যবসায় এই সত্তা আইন দ্বারা স্বীকৃত না হলেও বিশ্বব্যাপী প্রচলিত। ব্যবসায়ের সঠিক হিসাব পত্র রাখার জন্য এবং সঠিক লাভ-লোকসান নির্ণয়ের জন্য এ সত্তা খুবই প্রয়োজন। যেমন-মালিক যদি ব্যবসায় হতে টাকা নিয়ে পণ্য ক্রয় করে ব্যক্তিগত প্রয়োজনে, সেই ক্রয় ব্যবসায়ের ক্রয় বলে ধরা যাবে না।

২. **চলমান প্রতিষ্ঠান ধারণা (Going Concern Concept) ঃ** এই ধারণা অনুযায়ী ব্যবসায় একটি চলমান প্রতিষ্ঠান এবং তা অনির্দিষ্ট কাল পর্যন্ত চলবে। এ ধারণার আলোকে দীর্ঘ মেয়াদী আয় ও ব্যয়কে যথাক্রমে দায় ও সম্পত্তি বিবেচনা করে উদ্বৃত্তপত্রে দেখানো হয় এবং স্বল্পমেয়াদী আয় ও ব্যয়কে যথাক্রমে মুনাফা জাতীয় আয় ও ব্যয় ধরে লাভ-লোকসান হিসেবে দেখানো হয়। যেমন-ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান যদি কোন যন্ত্রপাতি ক্রয় করে তা যে বছর ক্রয় করা হয়েছে সেই বছরে খরচ না দেখানো হয় না। যেহেতু এর উপযোগ দীর্ঘদিন পাওয়া যাবে তাই এটিকে ক্রয়মূল্যে উদ্বৃত্তপত্রে দেখানো হবে। আবার যদি বেতন পরিশোধ করা হয় এর উপযোগ সংশ্লিষ্ট বছরে শেষ হবে বলে লাভ-লোকসান হিসাবে দেখানো হবে। ব্যবসা প্রতিষ্ঠান দীর্ঘদিন চালু থাকবে এ উদ্দেশ্যে প্রতিষ্ঠিত হয় এবং এ ধারণা সামনে রেখেই প্রতিষ্ঠানের হিসাব নিকাশ করা যায়।

৩. **হিসাবনিকাশ ধারণা (Accounting Period/ Periodicity Concept) ঃ** ব্যবসা প্রতিষ্ঠানকে একটি চলমান সত্তা হিসাবে ধরা হয়। এই চলমান সত্তার অনির্দিষ্ট জীবনকাল শেষ হলে হিসাব নিকাশ করা হবে তা চিন্তা করা বাস্তবসম্মত নয়। কারণ নির্দিষ্ট সময় পরপর বিভিন্ন পক্ষ ব্যবসায়ের লাভ-লোকসান ও আর্থিক অবস্থা জানতে আগ্রহী। তাই ব্যবসায়ের সমস্ত সময়কালকে ছোট ছোট কালে ভাগ করা হয় যাকে হিসাবকাল বলে। এ হিসাবকালের লাভ-লোকসান ও আর্থিক অবস্থা নির্ণয় করা হিসাববিজ্ঞানের একটি রীতি যাকে হিসাবকাল ধারণা বলা হয়। প্রতিষ্ঠানের আয়ের উপাত্ত, কর প্রদান, শেয়ারহোল্ডারদের লভ্যাংশ প্রদান এবং ব্যবসার বিভিন্ন সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য পৃথক হিসাবকালে লাভ-লোকসান ও আর্থিক অবস্থা নির্ণয় প্রয়োজন। সাধারণত হিসাবকাল ১ বছর হয়। তবে প্রয়োজন অনুযায়ী ৬ মাস বা ৩ মাসও হতে পারে।

৪. **দ্বৈতসত্তা ধারণা (Dual Aspect Concept) ঃ** এ ধারণা মতে প্রতিটি লেনদেনে দুটি পক্ষ জড়িত থাকে। একপক্ষ সুবিধা গ্রহণ করে অন্য পক্ষ সুবিধা প্রদান করে। যেমন-নগদ টাকায় মেশিন ক্রয় করলে, মেশিন আসে এবং নগদ অর্থ চলে যায়। প্রতিটি লেনদেন পূর্ণাঙ্গরূপে হিসাবভুক্ত করতে হলে অবশ্যই দ্বৈত দাখিলা হতে হবে। অর্থাৎ প্রত্যেক গ্রহণকারীর (ডেবিট) বিপরীতে দাতা (ক্রেডিটর) থাকবে এবং উভয়ই হিসাবভুক্ত হবে। দু'তরফা দাখিলা পদ্ধতির কাঠামো লেনদেনের এই দ্বৈতসত্তার উপর নির্ভরশীল। হিসাব সমীকরণ (সম্পত্তি = মূলধন+দায়) এর ভিত্তিতেও রয়েছে এই দ্বৈত সত্তা।

৫. **অর্থ মূল্য ধারণা (Money Measurement Concept) ঃ** সকল প্রকার ব্যবসায়িক লেনদেন অর্থের মাপকাঠিতে পরিমাপযোগ্য হতে হবে। লেনদেনের ফলে সম্পদ, দায়, ব্যয় ও আয়ের কি পরিবর্তন হয় তা প্রকাশের জন্য অর্থকে একক (unit) হিসেবে ধরা হয় এবং অর্থের পরিমাপে হিসাবভুক্ত করা হয়। যেমন ৫,০০০ টাকার পণ্য ক্রয় করা হলো, বিদ্যুৎ বিল দেয়া হল ৫০০ টাকা, ১০,০০০ টাকায় পণ্য বিক্রয় করা হলো ইত্যাদি। এ সব লেনদেন অর্থ মূল্যে প্রকাশ করা না হলে হিসাববিজ্ঞানে তার কোন স্থান নেই। অর্থছাড়া অন্য কোন একক এ পর্যন্ত মাপকিাঠি হিসেবে গৃহীত হয় নাই। তাই অর্থকেই একমাত্র মাপকাঠি হিসেবে ব্যবহার করা হয়।

৬. **ক্রয়মূল্য ধারণা (Cost Concept) ঃ** লেনদেন যে মূল্যে সংঘটিত হয় সেটিই ক্রয়মূল্য এবং ক্রয়মূল্যেই হিসাবভুক্ত করা হয়। যেমন-কোন প্রতিষ্ঠান ১,০০,০০০ একটি মেশিন ক্রয় করল, এই ১,০০,০০০ টাকাই হল মেশিনটির ক্রয় মূল্য এবং এই মূল্যেই হিসাবভুক্ত করা হবে, মেশিনটির বাজার মূল্য কম বা বেশী যাই হোক না কেন। বাজার মূল্য পরিবর্তনশীল তাছাড়া আনুষঙ্গিক মূল্য হিসাবভুক্ত করলে হিসাবের গ্রহণযোগ্যতা কমে যাবে। ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান অনির্দিষ্ট দীর্ঘ সময় ধরে চলমান থাকবে তাই প্রতিষ্ঠান সম্পত্তি বিক্রয়ের জন্য ক্রয় করে না। যে কারণে বাজার মূল্যে সম্পত্তিটির দাম প্রদর্শন না করে ক্রয়মূল্যে প্রদর্শন করা হয়। ক্রয়মূল্য ধারণা হিসাবের নির্ভরযোগ্যতা বৃদ্ধি করে।

৭. **আদায়করণ ধারণা (Realization concept) ঃ** এ ধারণা অনুযায়ী আয় অর্জিত ও ব্যয় সংঘটিত হলে তবেই হিসাবভুক্ত হবে। লাভ-ক্ষতি নিরূপণের ক্ষেত্রে এ ধারণাটি বেশী ব্যবহৃত হয়। প্রতিদানের বিনিময়ে লেনদেন হলে তখন একে মুনাফা সংক্রান্ত হিসাবে লেখা যায়। শুধু পণ্য তৈরী করা বা পণ্য সরবরাহের ফরমায়েশ গ্রহণ করলেই মূল্য আদায় হয়েছে বলে ধরা যাবে না। আদায়করণ ধারণা ব্যবসায়ের নির্দিষ্ট সময়ান্তের প্রকৃত অর্জিত মুনাফা নির্ধারণের ক্ষেত্রে সহায়ক।

৮. **মিলকরণ ধারণা (Matching Concept) ঃ** এ ধারণা হিসাবকাল ধারণার সাথে সম্পর্কিত। কোন ব্যবসায় পরিচালনার উদ্দেশ্য হল নির্দিষ্ট সময় পর পর অর্জিত মুনাফার পরিমাণ নির্ণয় করা। নির্দিষ্ট হিসাবকালের প্রকৃত মুনাফা নির্ণয় করতে ঐ সময়ের অর্জিত মুনাফাজাতীয় আয়ের বিপরীতে মুনাফাজাতীয় ব্যয় মিল করতে হবে। অর্থাৎ কোন হিসাবকালে অর্জিত মুনাফাজাতীয় আয়ের বিপরীতে ঐ আয় অর্জনে প্রয়োজনীয় মুনাফাজাতীয় ব্যয় মিল করে অবশিষ্টাংশে মুনাফা বা ক্ষতি হিসেবে বিবেচনা করা হয়। এ ধারণা মতে কোন হিসাবকালের প্রদত্ত খরচ থেকে অগ্রিম খরচ বাদ দিয়ে ও বকেয়া খরচ যোগ করে, প্রকৃত খরচ নির্ণয় করা হয় এবং একইভাবে প্রাপ্ত আয় হতে অগ্রিম আয় বাদ ও প্রাপ্য আয় যোগ করে প্রকৃত আয় নির্ণয় করা হয়।

৯. **বকেয়া ধারণা (Accrual Concept) ঃ** এ ধারণাটি নগদ ধারণার বিপরীত। নগদ ধারণায় শুধুমাত্র নগদ লেনদেনগুলো হিসাবভুক্ত হয়। আর বকেয়া ধারণায় নগদ ও বাকী সমস্ত লেনদেনসমূহই হিসাবভুক্ত হবে। অর্থাৎ কোন আয় অর্জিত হয়েছে কিন্তু নগদে পাওয়া যায়নি এবং কোন ব্যয় সংঘটিত হয়েছে কিন্তু পরিশোধ করা হয়নি তাও হিসাবভুক্ত হবে।

খ. হিসাববিজ্ঞানের প্রথা বা নীতি (Accounting Convention) ঃ

সাধারণভাবে প্রচলিত রীতি যা হিসাব বিররণী প্রস্তুতকালে ব্যবহারিক ক্ষেত্রে হিসাববিজ্ঞানীদের কার্য নিয়ন্ত্রণ করে। অর্থাৎ হিসাব সংক্রান্ত কার্যাবলী সুষ্ঠুভাবে সমাধান করার জন্য ব্যবহারিক ক্ষেত্রে যে সব রীতি ও আচরণ বিধি মেনে চলা হয় তাকে হিসাববিজ্ঞান প্রথা বা নীতি বলে।

হিসাববিজ্ঞানের প্রথা বা নীতিসমূহ (Accounting Conventions) ঃ

১. **রক্ষণশীলতা (Conservatism principle) ঃ** ব্যবসায় জগতে সম্ভাব্য লোকসানের জন্য সাবধানতা অবলম্বন করাকে রক্ষণশীলতা বলে। এই নীতির মূল কথা হল লাভ হবার সম্ভাবনা ১০০% ভাগ হলেও লাভ না হওয়া পর্যন্ত হিসাবভুক্ত করা চলবে না, কিন্তু লোকসান হওয়ার সম্ভাবনা থাকলে তা হিসাবে দেখাতে হবে। হিসাববিজ্ঞানের তথ্যের ভিত্তিতে সংশ্লিষ্ট পক্ষসমূহ গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে থাকে তাই ব্যবসায়ের প্রকৃত অবস্থার ভিত্তিতে সকল প্রতিবেদন তৈরী করতে হবে, কোন অলীক বা রঙিন চিত্র আঁকা চলবে না। এই নীতি অনুযায়ী মজুতপণ্যের ক্রয় মূল্য ও বাজার মূল্য এ দুটির যেটি কম সেই মূল্যে হিসাব লিপিবদ্ধ করা হয়।

২. **সামঞ্জস্যতা নীতি (Consistency Principle) ঃ** এই নীতি অনুসারে হিসাব কার্যক্রমে একবার যে নিয়ম ও রীতি পদ্ধতি ব্যবহার করা হয় তা প্রতিটি হিসাবকালে যুক্তিসঙ্গত সংখ্যক বছর পর্যন্ত ব্যবহার করতে হবে। এর কোন ব্যতিক্রম হলেই বিভিন্ন বছরের ফলাফল সামঞ্জস্যপূর্ণ হয় না এবং তুলনাও করা যাবে না। বিভিন্ন বছরে একই ধরনের নিয়ম পদ্ধতি ব্যবহার করলে হিসাবের নির্ভরযোগ্যতা ও গ্রহণযোগ্যতা বৃদ্ধি পায় এবং বিশ্লেষণ ও তুলনা সহজ হয়। যেমন, স্থায়ী সম্পত্তির অবচয় নির্ণয়ে যদি সরল রৈখিক পদ্ধতি ব্যবহার করা হয় তাহলে প্রতিবছর এই পদ্ধতি ব্যবহার করতে হবে। [যদি পদ্ধতির পরিবর্তন করে ক্রমহ্রাসমান পদ্ধতি ব্যবহার বিশেষ প্রয়োজন হয় তাহলে করা যাবে। সে ক্ষেত্রে পরিবর্তনের কারণ ও তার ফলাফল আলাদাভাবে দেখাতে হবে। এ ধরনের পরিবর্তনের জন্য প্রয়োজনীয় সমন্বয়ও করতে হবে]।

৩. **প্রকাশকরণ নীতি (Disclosure Principle) ঃ** এই নীতি অনুযায়ী হিসাবরক্ষক কর্তৃক প্রস্তুতকৃত প্রতিটি হিসাব বিররণী এবং প্রতিবেদন কেবলমাত্র সত্য নির্ভর হলেই চলবে না। ব্যবসায় সংক্রান্ত যাবতীয় তথ্য যেন ঐসব হিসাব বিবরণী ও প্রতিবেদনে সন্নিবেশিত হয় তা নিশ্চিত করতে হবে। ব্যবসায়িক সিদ্ধান্ত বা বিনিয়োগের সিদ্ধান্ত গ্রহণে সাহায্যের জন্য কোন একটি ব্যবসায় সম্পর্কে যা কিছু অপরের জানা প্রয়োজন, যা কিছু অপরের জানা উচিত তার সবই হিসাবরক্ষকরা প্রস্তুতকৃত হিসাব বিবরণী ও প্রতিবেদনের মাধ্যমে প্রকাশ করবেন এবং সেই সাথে লক্ষ্য রাখবেন সমস্ত তথ্য যেন সত্য হয়।

৪. **বস্তুনিষ্ঠতা বা প্রাসঙ্গিকতা নীতি (Materiality Principle) ঃ** ব্যবসা সংক্রান্ত তথ্য হিসাবভুক্ত করার সময় এসব তথ্য হিসাববিজ্ঞানের দৃষ্টিকোণ থেকে কতটুকু বস্তুনিষ্ঠ বা প্রাসঙ্গিক তা যাচাই করে দেখতে হবে। এই নীতি অনুসারে কোন তথ্য হিসাবে অন্তর্ভুক্ত করার বা দৃষ্টি গোচর করার আগে বিচার করে দেখতে হবে যে, সেটা তথ্য প্রকাশের দৃষ্টিকোণ থেকে, অর্থ মূল্যের দৃষ্টিকোণ থেকে, প্রয়োগের দৃষ্টিকোণ থেকে সর্বোপরি সিদ্ধান্ত গ্রহণের দৃষ্টিকোণ থেকে কতটা প্রাসঙ্গিক। এই ৪টি বিষয়ের কোন একটিতে যদি কোন তথ্য প্রাসঙ্গিক মনে হয় তবে তা প্রকাশ করতে হবে। যেমন-কম মূল্যমানের ষ্টেশনারি দ্রব্যের সেবা একাধিক বৎসর ধরে পাওয়া গেলো তা সম্পত্তি হিসেবে গণ্য না করে, চলতি বৎসরের ব্যয়ের অর্ন্তভুক্ত করা হয়। এক্ষেত্রে প্রকাশ, অর্থমূল্য প্রয়োগ বা সিদ্ধান্ত গ্রহণ দৃষ্টিকোণ থেকেই যেহেতু এ ঘটনা বস্তুনিষ্ঠ বা প্রাসঙ্গিক নয় তাই একে সম্পত্তি হিসাবে প্রকাশ করার কোন প্রয়োজন নেই।

হিসাববিজ্ঞানের মৌলিক উপাদান
(Fundamental Elements of Accounting)

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি

- হিসাববিজ্ঞানের কতিপয় মৌলিক উপাদানের সাথে পরিচিত হতে পারবেন।

একটি ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের হিসাববিজ্ঞানের নীতিমালা অনুসরণ করে বিভিন্ন ধরনের হিসাব সংরক্ষণ করে থাকে। যেমন: আয়, খরচ, সম্পত্তি এবং দায় ইত্যাদি সংক্রান্ত হিসাব। এগুলো হিসাবের মৌলিক উপাদানবলে বিবেচ্য। নিম্নে এ মৌলিক উপাদানগুলোকে সংক্ষেপে সংজ্ঞায়িত করা হল :

- আয় (Income) : পণ্য দ্রব্য বা সেবা সামগ্রী বিক্রয় করে যা অর্জন করা হয় তাকে আয় বলে। এই অর্জনকে টাকায় প্রকাশ করা হয়। যেমন: মিষ্টি দোকানদার মিষ্টি বিক্রয় করে ১০০ টাকা অর্জন করর। এই ১০০ টাকাই তাঁর আয়।
- খরচ (Expense) : পণ্য দ্রব্য বা সেবা সামগ্রী উৎপাদনের নিমিত্তে সম্পত্তির ক্ষয়কে খরচ বলা হয়। যেমন: মিষ্টি দোকানদার মিষ্টি তৈরি করতে চিনি, ছানা-ঘি ইত্যাদি ব্যবহার করেন। চিনি, ছানা ও ঘি এর মূল্যকে মিষ্টি দোকানদারের খরচ বলা হবে ।
- সম্পত্তি (Assets) : প্রতিষ্ঠানের আওতাধীন মূল্যবাহী বস্তুকে সম্পত্তি বলা হয়, যাহা প্রতিষ্ঠানের দেনা পরিশোধের কাজে লাগে। যেমন: বাড়ী, গাড়ী, ব্যাংকে জমা টাকা, নগদ টাকা আসবাবপত্র এবং মজুদমাল ইত্যাদি।
- দায় (Liabilites) : কোন প্রতিষ্ঠানের নিকট অপরের কোন পাওনাকে উক্ত প্রতিষ্ঠানের দায় বলে। যেমন: মিতালী ট্রেডার্স ১০০ টাকার পণ্য সোনালী ট্রেডার্সের নিকট থেকে বাকিতে ক্রয় করর। এখানে মিতালী ট্রেডার্সের একটি দায় সৃষ্টি হলো। এটি স্বল্প মেয়াদী দায়। দায় দীর্ঘ মেয়াদীও হতে পারে। যেমন– মূলধন।
- নীট মুনাফা (Net Profit) : ব্যয় অপেক্ষা আয় অধিক হলে নীট মুনাফা হয়।
- নীট ক্ষতি (Net Loss) : ব্যয় অপেক্ষা আয় কম হলে নীট ক্ষতি হয়।

মূল্যায়ন

১. হিসাববিজ্ঞানের ধারণাসমূহ আলোচনা করুন। (Discuss the Concepts of Accounting)

২. হিসাববিজ্ঞানের প্রথাসমূহ আলোচনা করুন। (Discuss the conventions of Accounting)

৩. টিকা লিখুন (Write short not on)

- আয় ও ব্যয় (Income & Expenses)
- সম্পত্তি ও দায় (Assets & Liabilities)
- নীট মুনাফা ও নীট ক্ষতি (Net Profit & Net Loss)